بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

অনুপ্রেরণামূলক ভাষণের মধ্য দিয়ে লাজনা ইমাইল্লাহ যুক্তরাজ্যের ৪১তম ইজতেমা সমাপ্ত করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৫,৮০০ এর অধিক নারীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

“এটি অত্যাবশ্যক যে আমরা যেন আমাদের প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ ও মুসলমান হিসেবে আমাদের মূল পরিচয়কে সংরক্ষণ ও লালনে আমাদের প্রয়াস জোরদার করি”
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), এক সাড়া জাগানো ও ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য লাজনা ইমাইল্লাহ বা আহমদীয়া মুসলিম নারী অঙ্গ সংগঠন)-এর ৪১তম জাতীয় ইজতেমা (বার্ষিক সম্মেলন) সমাপ্ত করেন।

হ্যাম্পশায়ারের কিংসলি কান্ট্রি মার্কেটে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি এবার প্রথমবারের মতো তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হলো।

তাঁর ভাষণে ঈমানে দৃঢ় থাকা এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষার অসাধারণ গুরুত্বের বিষয়ে লাজনা ইমাইল্লাহ সদস্যাদের স্মরণ করালেন সম্মানিত হুযূর।

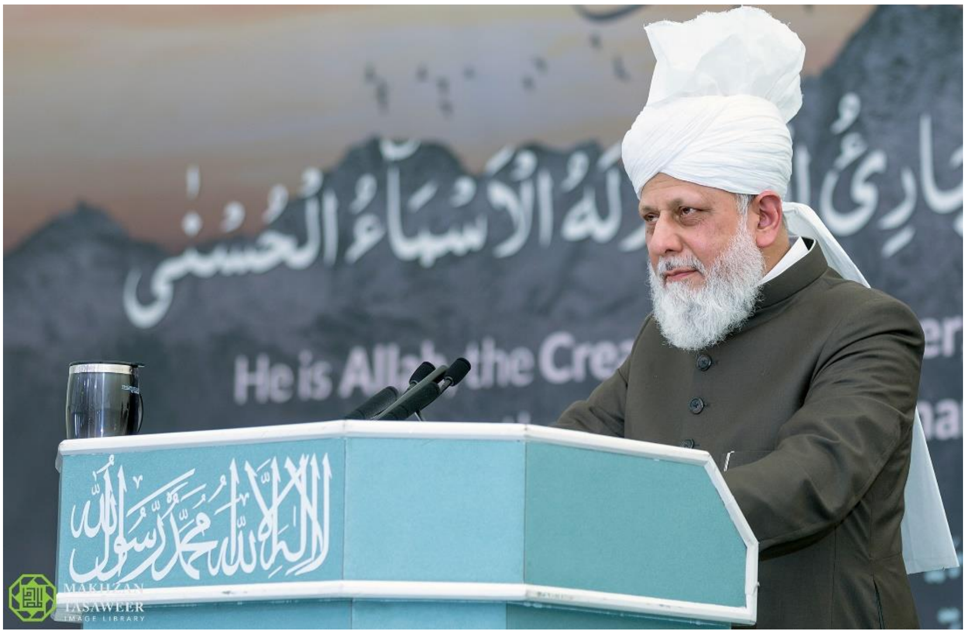

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা যত সফলতা ও সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, এটি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে যে আমরা যেন আমাদের প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধ এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের মূল পরিচয়কে সংরক্ষণ ও লালনে আমাদের প্রয়াসকে জোরদার করি। এ উদ্দেশ্য অর্জনের একমাত্র পথ এই যে আমরা যেন ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার বিষয়ে পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সংগ্রাম করি।"

আজকের সমাজে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উপর সম্মানিত হুযূর (আই.) আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কিছু মানুষ এই যুক্তি প্রদর্শন করবেন যে ইসলাম ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আর এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন যে এতে বিশ্বের কী কল্যাণ সাধিত হয়েছে?কেননা বলা হয় যে বিশ্ব জুড়ে প্রায় ১৮০ কোটি মুসলমান রয়েছে আর তাদের মধ্যে হাজার হাজার ইসলামী আলেম রয়েছেন যারা দাবী করে থাকে যে তারা এর শিক্ষা কে প্রচার করে চলেছেন। তথাপি এটি মুসলিম উম্মাহ্‌কে বা বৃহত্তর পরিসরে পুরো পৃথিবীকে প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যায় নি।"

হজরত মাসরুর আরো বলেন:

"সহজ এবং স্পষ্ট কারণ এই যে, মসীহ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সারা বিশ্বের মুসলমানগণ বিভক্তি ও মতানৈক্যের দ্বারা পীড়িত, এবং তারা ইসলামের শিক্ষা কে এমনভাবে অনুধাবন করে যা বিবেকবর্জিত এবং কখনও কখনও অনুশীলন করা অসম্ভব।"

সম্মানিত হুযূর আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের গুরুত্ব এবং ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ বাণী পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে এগুলো যে সুবিধাদি প্রদান করে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

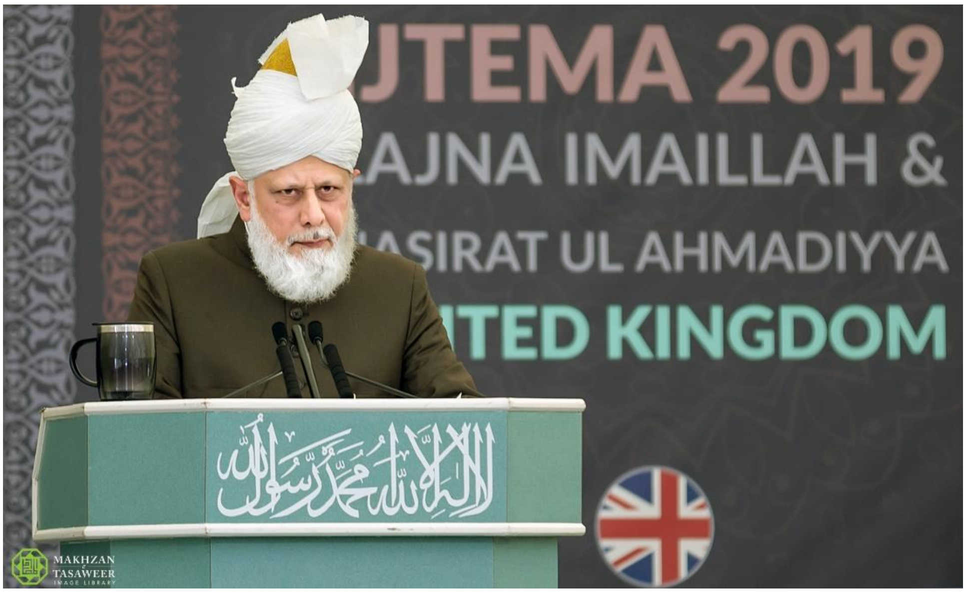

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আজকের পৃথিবীতে টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, প্রিন্ট মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসেই সকল মাধ্যমের মধ্যে মাত্র কয়েকটি যার ফলে যোগাযোগ এতোখানি উন্নত হয়েছে যে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের তাৎক্ষণিক হয়ে গেছে। এস বি এমন প্রযুক্তি যা আমরা জামা’ত হিসেবে ইসলামের শিক্ষার প্রচার এর জন্য ব্যবহার করছি।”

যেখানে যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম এবং নতুন প্রযুক্তি সমূহ কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব, সেখানে সম্মানিত হুযূর উল্লেখ করেন যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, **“আজকে পৃথিবীতে সম্প্রচারিত বা স্ট্রীমিং এর মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানাদির বড় অংশ এমন যা সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে এবং মানুষকে যা উত্তম এবং শালীন তা থেকে কেবল দূরেই নিয়ে যায়।”**

সম্মানিত হুযূর এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের ধারাকে বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত করার দায়িত্ব আহমদী মুসলমানদেরই নিজেদের উপর নিতে হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি আহমদী নারী-পুরুষ ও আমাদের যুব সমাজের দায়িত্ব যে, মসীহ মাওঊদ (আ.) এর জামা’তের সদস্য হিসেবে তারা অধর্ম ও অনৈতিকতার পথে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মোকাবেলায় আধুনিক যুগের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবেন এবং দেখিয়ে দিবেন যে সমসাময়িক পৃথিবীতে ধর্মীয় মূল্যবোধের সংরক্ষণ কেবল সম্ভবই নয় বরং একেবারে অত্যাবশ্যকীয়।”

সমাজের কাঠামোতে মহিলারা যে বিশাল সমন্বয়কারী ভূমিকা পালন করেন এবং এর ফলে সৃষ্ট উচ্চতর দায়িত্বের উপর সম্মানিত হুযূর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রশ্নাতীতভাবে, নারী জাতি সমাজে এক অপ্রতিস্থাপনীয় ভূমিকা পালন করেন কেননা ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের কোলেই লালিত-পালিত হয় এবং তাদের যত্নেই বড় হয়ে ওঠে। এই বিষয়টিই আহমদী মুসলিম নারীদের উপর অর্পিত এ দায়িত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় যে, তারা যেন সেই সকল অনুষ্ঠানাদি দেখেন এবং সেই সকল বই পড়েন যা তাদের নৈতিক ভিত্তি কে শক্তিশালী করে এবং যা মসীহ মাওঊদ (আ.) এর এ জামা’তেস্বামীর হওয়ার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে সহায়ক হয়।”

সম্মানিত হুযূর অংশগ্রহণকারীদেরকে স্মরণ করেন যে তারা যেন নিজেদেরকে ক্রমাগত উন্নতির পথে ধাবিত করেন এবং সময়ের অপচয় কারি বা অনৈতিক বদভ্যাসের শিকারে পরিণত না হন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ঐ সকল নিচ রাস্তা সমূহ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করুন যেগুলো আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাশূন্য, কেননা সেগুলো কেবল আপনাদের ক্ষতি করবে না বরং পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করবে।"

সময় অপচয়কারী এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকলে তা যে আহমদী মুসলিমদেরকে সমাজে সম্মানিত হওয়া থেকে দূরে রাখে না এর ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এর অর্থ এই নয় যে আপনারা যে সমাজে বাস করেন সে সমাজে মিশবেন না বা কোন অবদান রাখবেন না। অনেক আহমদী আছেন যারা এখানে বড় হয়েছেন বা বহু দশক ধরে এখানে বসবাস করছেন এবং এখন সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ রীতি-রেওয়াজ এবং মূল্যবোধসমূহের সাথে একাত্ম হয়েছেন এবং নিজেরা এ সমাজের এক সমন্বিত অংশে পরিণত হয়েছেন। এতে দোষের কিছু নেই "

হজরত মাসরুর আরো বলেন:

"বরং এর বিপরীতে, কারো জন্ম এখানে হোক বা অভিবাসী হিসেবে এখানে এসে থাকুন না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাজে সমন্বিত হওয়া ও নিজ দায়িত্ব পালন করা আর দেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস এ দাবী করে যে মুসলমানরা যেন তাদের নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সেই দেশের কল্যাণে ব্যয় করে যে দেশে তারা বসবাস করে এবং তার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তারা যেন কাজ করে যায়।"

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে কিছু কিছু অভ্যাস যেমন মদ্যপান এবং অন্যান্য অনৈতিক কর্মকান্ড কে 'স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কেবল কাউকে খোদাতালা থেকে দূরে নিয়ে যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ সমাজে প্রচলিত আরো অনেক ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে যেগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' বা 'অগ্রগতি'-র নামে যুক্তিসংগত বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে,কিন্তু যেগুলো কে আল্লাহতা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) কুরুচিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন আর যা মানুষকে তার স্রষ্টা থেকে দূরে নিয়ে যায়।"

হজরত মাসরুর আরো বলেন:

"যদিও এ বিষয়গুলোকে একটি মুক্ত ও আধুনিক সমাজের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, বাস্তবতা এই যে এ সকল অশালীনতা কেবল সেই ভিত্তিগুলো কে প্রকম্পিত করে যার উপর একটি সত্তিকারের সমৃদ্ধশালী ও পারস্পরিক সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ে উঠে।"

ব্যক্তিগত ও বিস্তৃ পরিসরে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পবিত্র কুর'আনের সূরা আর্-রাদ এর ২৯ আয়াতের আলোকে সম্মানিত হুযূর আরো বিস্তারিত আলোকপাত করেন যে আয়াতে বলা হয়েছে যে:

'স্মরণ রেখো! নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করে।'

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহতা’লা বলেছেন যে মনের প্রকৃত শান্তি দুনিয়াবী স্বাধীনতাসমূহের মাধ্যমে বা দুনিয়ার অর্থহীন আকর্ষণসমূহ উপভোগ করার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, কেবল খোদাতালার নৈকট্যের মাধ্যমে এবং তাকে সর্বদা নিজ হৃদয়ে ও মানসপটে জাগ্রত রাখার মাধ্যমেই মনের শান্তি লাভ করা যায়।”

পরিসমাপ্তিতে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার অনুসরণ করা উচিত এবং একে আমাদের পথ প্রদর্শনকারী জ্যোতি গণ্য করা উচিত। পবিত্র কোরআনে নির্ধারিত মানসমূহ আমাদের অবশ্যই সমুন্নত রাখা উচিত।পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহতা’লার স্মরণ এর সকল পদ্ধতির উপর আমাদের আমল করা উচিত। কুর’আনের প্রত্যেক নির্দেশনা নিজের যতটুকু সাধ্য সর্বোচ্চ অবলম্বন করা উচিত। তখন আমরা আল্লাহতা’লার নৈকট্যের প্রতিদানসমূহ লাভ করব এবং আমরা মসীহ মাওউদ (আ.) এর বয়’আতের হক্ক আদায় করবো।”